R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত )
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

## নির্বাচনের মুখে জঙ্গিপুরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ সিপিএম
## অবশেষে দল ছাড়লেন ২৭ বছরের পার্টি সদস্য মহঃ গিয়াসউদ্দিন

বিশেষ প্রতিবেদক : অবশেষে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে জঙ্গিপুর শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য মহঃ গিয়াসউদ্দিন সিপিএম দল ছাড়লেন। বিগত কয়েক বছর ধরেই জঙ্গিপুরে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর সঙ্গে গিয়াসউদ্দিনের গোষ্ঠীর একটা চাপা লড়াই চলছিল। বিভিন্ন দলীয় সভা সমিতিতে মৃগাঙ্ক ও গিয়াসের অস্বস্তিকর কার্যকলাপ ও অবস্থান তাঁদের মধ্যে মতান্তরের ছাপ রাখছিল। গিয়াসউদ্দিনের গোষ্ঠীর পার্টি কর্মীরা জঙ্গিপুরে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর উত্থান এবং একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করছিল গোপনে। তারই পরিণতিতে লড়াই-এ হতোদ্যম দীর্ঘ ২৭ বছরের পার্টি সদস্য গিয়াসউদ্দিন অবশেষে দল ছাড়লেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে জেলা নেতৃত্ব জঙ্গিপুরে ও জেলায় বারংবার সমঝোতার চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হলো না। এ বিষয়ে গিয়াসউদ্দিন আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, 'দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে সিপিএম পার্টি করছি। ৭৩ সালে দলের সদস্য হই। ৮৫ সাল থেকে জেলা কমিটির সদস্য। এক সময় রঘুনাথগঞ্জ-২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলাম। তাই পার্টিকে এখনও ভালবাসি। কিন্তু কিছু কারণের জন্য আর পার্টিতে থাকা গেল না। কারণ পরে সাংবাদিক সম্মেলন করেই জানাবো। গত ১ সেপ্টেম্বর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিই। ২ সেপ্টেম্বর জেলা সম্পাদকের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। জেলা কমিটিকে পদত্যাগের যে কারণ দেখিয়েছি তার অপব্যাখ্যা হলে বা পার্টি আমাকে ভুল বুঝলে পরে সব খুলে বলবো।' সিপিএম ছেড়ে অন্য কোন দলে যাচ্ছেন কিনা প্রশ্নের উত্তরে গিয়াস বলেন, (শেষ পৃষ্ঠায়)

## প্রাচীন গ্রাম মির্জাপুরে জল প্রকল্প চালু হচ্ছে পুজোর আগে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুরে পুজোর আগেই জল প্রকল্প চালু হচ্ছে। এলাকার গনকর, মির্জাপুর, রামচন্দ্রবাটী, বিজয়পুর, সাদিকপুর ও কাটনাই বৈদপুর মৌজায় পাইপ লাইনের কাজ প্রায় শেষের দিকে। বিভিন্ন এলাকায় তিনটি পাম্প বসানো হয়েছে। ঘর নির্মাণও হয়ে গেছে। পাম্প থেকে সরাসরি পাইপ লাইনে জল দেয়া হবে। কোন ট্যাঙ্কির ব্যাবস্থা এই প্রকল্পে নেই। পি, এইচ ই দপ্তর পুজোর আগেই জল চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিদ্যুৎ লাইনের জন্য জেলা পরিষদকে লেখা চিঠির উত্তরও চলে এসেছে। বিদ্যুৎ লাইন হয়ে গেলে পুজোর আগে জল চালুর ব্যাপারে কোন সংশয় থাকবে না বলে মির্জাপুরের পঞ্চায়েত প্রধান আসরাফ আলি এক সাক্ষাতকারে আমাদের প্রতিনিধিকে এই খবর জানান। মির্জাপুর সদর রাস্তার ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে আসরাফ জানান—দীর্ঘদিন মির্জাপুর সদর রাস্তার ড্রেন সংস্কার হয়নি। আমরা গত ১২ জুন এক সভা ডেকে ড্রেন সংস্কারের ব্যাপারে রেজিলিউশন নিই। তিন পঞ্চায়েত সদস্য ও সাতজন স্থানীয় উদ্যোমী যুবক নিয়ে দশজনের একটা কমিটি করে কাজ শুরু হয়। জহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার ৪০ হাজার টাকা (শেষ পৃষ্ঠায়)

## সিপিএমে পদত্যাগ নেই আছে বহিষ্কার—মৃগাঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিএম পার্টির দীর্ঘ দিনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মহঃ গিয়াসউদ্দিনের দলত্যাগে পার্টির কোন ক্ষতি হবে না বলে মন্তব্য করলেন পার্টির জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। মাত্র এক সপ্তাহ আগে মৃগাঙ্কবাবুর ওপর বোমা নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার গিয়াসউদ্দিন যে পদত্যাগ করেছেন —এ কথা জানেনই না মৃগাঙ্ক। আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মৃগাঙ্ক জানান, গিয়াসের দলত্যাগের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। উনি দলত্যাগ (শেষ পৃঃ)

## সি পি এম-এর চৈতন্য হোক
### —চিত্ত মুখার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা : বি জে পির জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন যে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর উপর বোমা আক্রমণ এর ঘটনা থেকে তাঁর চৈতন্য হওয়া উচিৎ। তিনি যে অস্ত্র দিয়ে সেকেন্দ্রা অঞ্চলে কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপিকে শেষ করে শ্মশানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি যেভাবে প্রশাসন ও পুলিশের একটা বড় অংশের সাহায্য দিয়ে বা তাদের হাত করে ফ্রেজারনগরে, বীরেন্দ্রনগরে দীর্ঘ ৫/৬ বছর ধরে লাগাতার সন্ত্রাস চালিয়ে মানুষ খুন, লুঠতরাজ, মিথ্যা মামলা করিয়ে জমিতে চাষ বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করেছেন, সেই একই অস্ত্র বুমেরাং হয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ( দাদাঠাকুর ) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক ( ১ম ও ২য় খণ্ড )
দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ ( ডাক খরচ পৃথক )
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০৭ সাল।

## অবাধে পাচার

নিবন্ধটি সম্প্রতি একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চল হইতে এবং আরও কোনও কোনও স্থান হইতে চুরি করা কাঠ দক্ষিণবঙ্গের নানা স্থানে পাচার হওয়ার সংবাদ সংক্রান্ত। প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, জাতীয় সড়কে বন-দপ্তরের পক্ষ হইতে যথেষ্ট চেকিং পয়েন্ট না থাকায় চোরাকারবারীরা লরি লরি কাঠ পাচার করিতেছে। এমন কি বৈধ কাঠ যেভাবে চিহ্নিতকরণ হয়, তাহাও জাল করা হইতেছে বলিয়া পুলিশ নাকি সব সময় তাহা ধরিতে পারেন না। উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চল হইতে কাঠ চুরি চলিতেছে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও গাছ কাটা ও কাঠ চুরির রমরমা কারবার নির্বাধভাবে চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বন-দপ্তরের চেকিং পয়েন্টের স্বল্পতায় কাঠ পাচারের ঘটনা বাড়িয়া যাইতেছে। দুই দিনাজপুর জেলা হইতে চোরাই কাঠ সড়ক-পথে কলিকাতা পর্যন্ত যাইতে বনদপ্তরের চেকিং পয়েন্টের মুখামুখি হয় না। রায়গঞ্জ ডি এফ ও-সূত্রে জানা যাইতেছে যে, চোরাই কাঠ বোঝাই লরিগুলি যেখানে বনদপ্তরের চেকিং পয়েন্ট আছে, তাহা এড়াইতে অন্য পথ ধরিয়া বিহারের মধ্য দিয়া কলিকাতা পৌঁছায়। চোরাইকারবারীরা বনদপ্তরের ব্যবহৃত বৈধ চিহ্ন এমনভাবে জাল করিয়া কাঠে মারিতেছে যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বনকর্মী ছাড়া অন্য কেহ তাহা ধরিতে পারেন না। কাঠ চুরি ও অবৈধ পাচারের সমস্যার সমাধানের জন্য বনদপ্তরের চেকিং পয়েন্ট বাড়াইবার কথা বলা হইয়াছে। প্রতিটি বিট অফিসে কর্মীর সংখ্যা বাড়ান দরকার। বিট অফিসে গাড়ী এবং টেলিফোনের ব্যবস্থা, ওয়্যারলেস সেট ইত্যাদি থাকা খুবই উচিত। বনদপ্তর হইতে ঘন ঘন মোবাইল চেকিং-এর ব্যবস্থা থাকাও একান্ত বাঞ্ছনীয়। মোট কথা, এই বিষয়ে সরকারী তৎপরতা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব থাকিলে কাঠ চুরি ও অবাধ পাচার বন্ধ করা যাইবে না।

প্রসঙ্গত আরও কিছু কথা আসিয়া পড়ে। ভারতের অন্যান্য বহু জিনিস দিনের পর দিন পাচার হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে; তেমনি দেশের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক নানা জিনিস ভারতে রীতিমত আসিতেছে। বিস্ফোরক, নানা মারণাস্ত্র, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি এই রাষ্ট্রে জমা হইতেছে এবং প্রয়োজনমত তাহা দেশের বিরুদ্ধে কাজে লাগান হইতেছে। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু সরকার জঙ্গলদস্যু বীরাপ্পনের দাপট কমাইতে পারেন নাই। খুবই মূল্যবান চন্দনকাঠের চোরাই চালান বীরাপ্পনের স্বর্গভূমিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে। উল্লেখিত দুই রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার (বর্তমানের ও অতীতের) দস্যুর দস্যুপনা বন্ধ করিতে অপারগ বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা না হইলে মানুষ অপহরণ করিয়া রাজ্যগুলির মধ্যে অশান্তি বাধাইয়া নিজের বিভিন্ন দাবীপূরণ করিবার স্পর্দ্ধা যে চূড়ান্ত আকার লইয়াছে, তাহা কাহারও অজানা নাই। আর সেই দস্যুর সব দাবীর কাছে নতি স্বীকার করিবার উপক্রম হইয়াছিল। বীরাপ্পনের বীরত্ব আজ ভারত রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নিশ্চয়ই উজ্জ্বল করিতেছে না; উজ্জ্বল করে নাই দুর্ধর্ষ জঙ্গিদিগকে নিঃসর্তে মুক্তি দিয়া ছিনতাই হওয়া বিমান-উদ্ধারপর্ব। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চাল, গো-মহিষাদি ও বহু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অবৈধ পাচার অদ্যাপি বন্ধ হয় নাই। আর এই রাজ্যে আই এস আই কতটা যে সক্রিয়, তাহা যখন ঠিকমত মালুম হইবে, তখন হা-হুতাশ সম্বল করিতে হইবেই। যেন তেন প্রকারেণ শাসন ক্ষমতা দখল করা এবং দেশের পক্ষে প্রকৃত হিতকর কাজ করা ভিন্ন মানসিকতায় সম্ভব।

## চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

### মামলা হলেও সেতুর কাজ শেষ হচ্ছে আগামী এপ্রিলে প্রসঙ্গে

আপনাদের পত্রিকায় ৩০শে আগষ্ট ২০০০ সালে প্রকাশিত জঙ্গীপুরের ভাগীরথী সেতুর কাজে অন্তরায়-এর জন্য আমাকে দায়ী করে জঙ্গীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মহাশয় যে বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক। আমি কোনদিন সেতুর কাজে কোন প্রকার অন্তরায় হোক তা চাইনি। আমি একান্তভাবে সেতুর কাজ ত্বরান্বিত হোক তা চাই। কারণ এর সঙ্গে জঙ্গীপুরের স্বার্থ জড়িত। আমি যখন কমিশনার ছিলাম তখন আমার উদ্যোগে সেতু তৈরীর ব্যাপারে প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং তদানীন্তন চেয়ারম্যান স্বর্গীয় গৌরীপতি চ্যাটার্জী মহাশয়ের সহিত সরকারের চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়। কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য সম্ভব হয় নাই। এছাড়া আমি ফেরী-ঘাটের ইজারার স্বার্থে মামলা করেছি তা কল্পনাপ্রসূত ছাড়া কিছু নয়। আমি অতীতেও ফেরীঘাটের ইজারাদার ছিলাম না বর্তমানেও নই। যারা একথা বলছেন তারা

## গ্রাম্য দলাদলিতে দু'জন খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘি ব্লকের শীতলপাড়ার পুরোনো গ্রাম্য দলাদলির জেরে গত ২০ আগষ্ট রাত ৮টা নাগাদ বোমা ও গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলে মারা যান দুই গ্রামবাসী আত্তারুল হক ও আমিরুল চৌধুরী। সাজারুল সেখকে আশংকাজনক অবস্থায় সাগরদীঘি হাসপাতাল থেকে বহরমপুর পাঠানো হয়। ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা বর্তমানে উমরপুরে বসবাসকারী লেবু সেখ তার দলবল নিয়ে এই আক্রমণ চালায় বলে পুলিশ জানায়। আরো জানা যায়,, ১২ বছর আগে গ্রাম্য কাজিয়ায় প্রথমে লেবু সেখের দু'ভাই ও পরে আত্তারুলের পরিবারের কয়েকজনের মৃত্যু হয়। বর্তমানে লেবু সেখের দলবল কংগ্রেস ও আত্তারুলের লোকজন সিপিএমের ছত্র-ছায়ায় থেকে গ্রামে অশান্তি চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

### কাঞ্চনতলা স্কুল রক্ষার দাবীতে ছাত্র বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১৪ আগষ্ট ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা জগবন্ধু ডায়মণ্ড জুবিলি হাই স্কুলের শতাধিক ছাত্র গঙ্গা ভাঙনের হাত থেকে স্কুল বাঁচানো ও সাম্প্রতিক ভাঙনে ধুলিয়ানের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের দাবীতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ মিছিল করে। উল্লেখ্য কাঞ্চনতলার এই স্কুলটি গঙ্গার উপর কোন মতে ঝুলে আছে।

---

প্রমাণ দিন। আমি সাধারণ লোক। যৎ সামান্য জমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাজে বৎসরব্যাপী ঘোরাঘুরির পর যখন কোন আশ্বাস পেলাম না তখন বাধ্য হয়ে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হই। মহামান্য আদালত Status quo order দেন। এটী আমার সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার খর্বের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদরাও সোচ্চার। চেয়ারম্যান মহাশয়ও আমার সঙ্গে একমত হবেন। অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কিছু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের একতরফা বক্তব্য আমার সম্বন্ধে স্থানীয় সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, যেটা জনসাধারণের কাছে আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি করছে এবং আমাকে হেয় করা হচ্ছে। জানিনা ব্যক্তিগতভাবে কার কতটুকু উপকার করেছি? কুৎসা যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই। বর্তমানে মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশে ক্ষতি-পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুজোর আগে ক্ষতিপূরণ পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব যদি তৎপর হতেন তবে অনেক আগেই পেয়ে যেতাম।

ভবদীয়—

৪/৯/২০০০ শ্রীরাজারাম মুন্দ্রা

জঙ্গীপুর

## দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থায় জয়ী মহাজোট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা ভোটে পরাজিত হ'লো বামফ্রন্ট। ১৭ জন সদস্যের মধ্যে মোট ৯ জন উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চায়েত দফতরের দুই পদস্থ অফিসার ও কড়া পুলিশি পাহারায় বিজেপির ৩ জন, কংগ্রেসের ৪ জন ও ১ জন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য ছাড়াও সিপিএমের বিক্ষুব্ধ সদস্যা উপ-প্রধান পারুল বিবি অনাস্থার পক্ষে ভোট দেন। সিপিএম ও আরএসপির ৮ জন সদস্য অনাস্থায় পরাজিত হবেন জেনেই ঐদিন হাজির হননি। এই পঞ্চায়েতে তৃণমূলের মঞ্জুর আলীর প্রধান হওয়ায় কথা। পরবর্তীতে সিপিএম অনাস্থার বিরুদ্ধে মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুরনো বোর্ডকেই কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয় প্রশাসন।

## জঙ্গিপুরে মাতৃসদন হবে না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভাগীরথীতে সেতু তৈরী হয়ে যাওয়ায় জঙ্গিপুরে আর মাতৃসদন হচ্ছে না বলে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান গত ২৪ আগষ্ট। তবে জঙ্গিপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জ বা বাইরে রোগী নিয়ে যেতে একটি এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা হবে। তার জন্য গ্যারেজ, অর্থ সবই প্রস্তুত। এর পূর্বে মাতৃসদনের জন্য পুরপতি চেষ্টা করলেও সরকারের আর্থিক ঘাটতির জন্যই নতুন করে আর জঙ্গিপুরে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা সম্ভব হয়নি। মহকুমা হাসপাতালের দুরবস্থার ব্যাপারে পুরপতি বলেন, আগের থেকে অবস্থা কিছু পাল্টাচ্ছে। আর ডাক্তারদের ফাঁকিবাজী রুখতে সরকার এখন হাসপাতালে চুক্তিতে ডাক্তার নিয়োগ করছে। এখানে ডাক্তারদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী তৈরীই সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বলে মৃগাঙ্ক মনে করেন।

## চালু হচ্ছে পুলিশ সুপারের প্রেস কনফারেন্স

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৬ আগষ্ট সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দিতে গেলে পুলিশ সুপার রাজেশকুমার জেলার সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মাসিক প্রেস কনফারেন্সে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পূর্বে সুপার অনিলকুমারের সময়ে মাসিক প্রেস কনফারেন্স চালু থাকলেও পরে তা উঠে যায়। ঠিক হয় প্রতি মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার বিকাল ৪ টায় পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমেই এই প্রেস মিট হবে।

### *গরুর গাড়ী চাপা পড়ে মৃত্যু*

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নিজের মাঠের ধান গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে বাড়ী ফেরার পথে ঐ গাড়ীর চাকাতেই পিষ্ঠ হয়ে মারা গেলেন জঙ্গিপুর ব্যারেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নৃপেন দাস। গত ২১ আগষ্ট দুপুরে আহিরণের সিআরপি ঘাটের কাছে চালু রাস্তায় নামতে গিয়ে বেসামাল হয়ে নৃপেনবাবু গরুর গাড়ীর চাকার তলায় পড়ে যান। গাড়ীতে প্রচুর বোঝাই থাকায় সাংঘাতিকভাবে জখম নৃপেনবাবুকে বহরমপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তিনি ২২ আগষ্ট মারা যান।

### *এ পি ডি আর এর পথসভা*

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির রঘুনাথগঞ্জ শাখার উদ্যোগে গত ৩১ আগষ্ট শহরের হাসপাতাল মোড় ও সদরঘাটে দুটি পথসভা হয়। জাতি ধর্ম স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আজ নানাভাবে আঘাত আসছে। এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার জন্যই আজকের এই পথসভা। পথসভায় বক্তব্য রাখেন রঘুনাথগঞ্জ শাখার সভাপতি হরিলাল দাস, আইনজীবী অশোক সাহা, অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত প্রমুখ।


আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
৮ই সেপ্টেম্বর ২০০০

**আগামী শতকের দেশ নিরক্ষরতার হবে শেষ**

*মুর্শিদাবাদ জেলা সার্বিক সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ও মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের করণ কর্তৃক প্রচারিত*

স্মারক সংখ্যা ৩২৮ (২৯) তথ্য / মুর্শিদাবাদ তাং ৩০/৮/২০০০

ভারতের স্বাধীনতার ৫৩-তম বর্ষপূর্তিতে জাতীয় পতাকার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষার শপথের পাশাপাশি দেশবাসীর শপথ হোক নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ, রোগমুক্ত দেশ। পরাধীনতার অন্ধকার কাটিয়ে স্বাধীনতার আলোয় আনতে এবং দেশকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে যে সব মহানুভব ও ভারতীয় সেনা শহীদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আজ ভারতবাসীর শপথ হোক "হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকল ভারতবাসী আমার ভাই।"

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**
মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

স্মারক সংখ্যা ৩১৬ (২৯) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২১/৮/২০০০



## বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে টাউন ক্লাবের কাছে সদর রাস্তার উপর বড় দোকান ঘর ছাড়া পাঁচখানা বাসযোগ্য ঘর, পায়খানা, বাথরুম ও টিউবওয়েলসহ একটি বাড়ী বিক্রী আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
বুদ্ধদেব রায় কর্মকার (ঝন্টু)
জঙ্গিপুর সাহেববাজার

## জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীতে ফুড সাপ্লাই গোডাউন সন্নিকটস্থ ভদ্র পরিবেশে প্রায় দেড় কাঠা বাসোপযোগী ফাঁকা জায়গা বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগ—
ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর্স
ফুলতলা মোড়, রঘুনাথগঞ্জ
ফোন নং ৬৭০৯২

### চালু হচ্ছে পুজোর আগে (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে কাজে হাতদি। রেলগেট থেকে ষ্টেট ব্যাঙ্কের মোড় পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে। আরো কিছু কাজ হবে। জল প্রকল্প চালুর আগেই ড্রেনের কাজ শেষ করতে হবে। পঞ্চায়েত প্রধান এই প্রসঙ্গে আরো জানান, দীর্ঘ ৫/৬ বছর রাস্তার জলনিকাশী কাজে হাত পড়েনি। পুরো এলাকার নর্দমা পলিতে ভরে গিয়েছিল। ই এফ প্রকল্পের (মাটি কাটা কাজ) টাকা পেলে বাকী সংস্কারের কাজ শেষ করতে পারবো। অনেকে রাস্তার ধার ও নর্দমার উপর পাকা গাঁথনি দিয়ে দখল করে রেখেছিলো। পঞ্চায়েত থেকে মাইকিং করাই অনেকেই দখল ছেড়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে গ্রামবাসীদের অভিযোগ বর্ষার জলে মির্জাপুরের সদর রাস্তা নরককুণ্ডে রূপ নেয়। ড্রেন সংস্কারে পঞ্চায়েত থেকে পলি তুলে রাস্তার ধারে রাখার ফলে বৃষ্টির জলে ঐ পলি রাস্তার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত হয়ে পথচারীদের চলাচলে প্রতিনিয়ত বাধা সৃষ্টি করে। জল প্রকল্প চালু করার আগে ড্রেন সংস্কারের সাথে সাথে সদর রাস্তা সংস্কারও একান্ত প্রয়োজন। না হলে সব কিছু প্রকল্প একসঙ্গে বানচাল হয়ে মানুষের দুর্ভোগ যার পর নাই বাড়াবে।

### পদত্যাগ নেই আছে বহিষ্কার—মৃগাঙ্ক (১ম পৃষ্ঠার পর)

করলে দলের কোনও ক্ষতি হবে না। কারণ সিপিএম পার্টিতে ব্যক্তি রাজনীতির কোন স্থান নাই। এখানে দলই আসল। এছাড়া আমাদের পার্টিতে ইস্তফা বা পদত্যাগ বলে কিছু নাই। একমাত্র বহিষ্কার আছে। তবে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে আমি এখনই কোন মন্তব্য করবো না। প্রেসের কাছে ভবিষ্যতে সবিস্তারে সব জানাবো— একটু অপেক্ষা করুন।

### চৈতন্য হোক—চিত্ত মুখার্জী (১ম পৃষ্ঠার পর)

এভাবেই তো রাজনীতিতে ভদ্রলোকেদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে। তবে বিজেপি তদন্ত করে দেখেছে ঐ ঘটনাটা শ্রীভট্টাচার্য্যকে খুন করার ব্যাপারই নয় গ্যামন এর লোহালক্করে বোধহয় রহস্যটা বাঁধা। আর যেটা মৃগাঙ্কবাবুর হাতে লাগে সেই ইট হয়ত পুলিশের সহায়তায় বোমা হয়েছে তবু এটা সমর্থনযোগ্য নয়। তবে কংগ্রেসের দুই এম. এল. এ যেভাবে নেতা আক্রমণ বরদাস্ত করা যায় না বলে লেংটি খুলে সিপিএম নেতার জয়গান গেয়েছেন আমরা তা পারছিনা। যে কোন আক্রমণই নিন্দনীয়।

### জঙ্গিপুরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ সিপিএম ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

'কোন পার্টিতে যাচ্ছি না। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে মানুষের কাজ করবো। রাজনীতি থেকে অবসর নেব। তবে আর এস পি দল আমাকে পার্টিতে চাইলেও আমি তাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছি।' জানা যায় আর এস পি গিয়াসকে পার্টি সদস্য করে এবার জঙ্গিপুর বিধানসভায় আব্দুল হকের জায়গায় প্রার্থী করতে চেয়েছিল। তবে জঙ্গিপুরে যে কোন বাম প্রার্থীকে সিপিএমের উপর ভরসা করেই ভোট বৈতরণী পার হতে হয়, এটা জেনেই গিয়াস পিছিয়ে গিয়েছেন বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। বর্তমানে আব্দুল হকের আর এস পির থেকে সি পি এম দলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বেশী—এই অভিযোগেই জঙ্গিপুরের আর এস পি নেতারা এবার আব্দুল হককে প্রার্থী করতে চাইছেন না। গিয়াসকে না পেলে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কাশিয়া-ডাঙ্গার আসরাফ হোসেনের ( হীরু ডাক্তার ) ছেলে চন্দনকে প্রার্থী করার কথাও চিন্তা করছে আর এস পি। এছাড়া পুরসভার ২০নং ওয়ার্ডের পরাজিত প্রার্থী সেবিনা বেগমের স্বামীর নামও একসময় প্রার্থীপদে ওঠে। তবে গিয়াসুদ্দিনের রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েত এলাকায় কিছু প্রভাব আছে, বিশেষতঃ মুসলিম মহল্লায়। এতে গিয়াসের সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থক বেশ কিছু কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে বা মৃগাঙ্কর বিরুদ্ধাচারণ করবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করে। এক জেলা নেতার কথায়—একই ব্লকে দুই ক্ষমতাবান নেতার উত্থানকে কেন্দ্র করেই দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বর শুরু—যা আজ ভাঙ্গনের দিকে এগোচ্ছে। শেষ খবরে জানা যায় গিয়াসুদ্দিনকে দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্যই বহিষ্কার করা হচ্ছে, ঘটনার আঁচ পেয়েই গিয়াস তড়িঘড়ি পদত্যাগ পত্র জেলা নেতৃত্বকে পাঠিয়ে দেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, গিয়াসের পদত্যাগের ব্যাপারে জেলা কমিটির সদস্য ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারী রঘুনাথগঞ্জ পার্টি অফিসে গত ৫ সেপ্টেম্বর এক জরুরী সভায় জানান, বহুদিন ধরেই গিয়াসের গতিবিধি এবং পার্টি বিরোধী কার্যকলাপ ও নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে তাকে একাধিকবার শোধরানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পদত্যাগ পত্র পাওয়ার পরও জেলা কমিটি হঠাৎ করে পদত্যাগ পত্র না দেবার অনুরোধ করলেও গিয়াস তা রাখেননি। জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক হয়েও পার্টির কোন শাখা সংগঠনের দায়িত্ব নিতে তিনি বারবার অস্বীকার করেন। গিয়াস পদত্যাগ করায় জেলা কমিটিতে জঙ্গিপুর জোন থেকে এখন তিনজন সদস্য জেলা কমিটিতে থাকলেন।


সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

( হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার )

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

দোলগোবিন্দ আলিপাত্র সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | নবকুমার ভঞ্জ সম্পাদক



Millennium Free Gift Offer

যে কোন দুটি জিনস্ বা কটন প্যান্টের সঙ্গে একটি আধুনিক টি শার্ট বিনামূল্যে। অফার ষ্টক থাকা পর্যন্ত সীমিত। এছাড়া সুটিং, সার্টিং, শাড়ি এবং বোম্বাই ও দিল্লীর আধুনিক ডিজাইনের রেডিমেড পোষাকের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মহাবীর বস্ত্রালয়।

মহাবীর বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা

ফোন ঃ ৬৬২২৩


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।